

## প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে বিএলআরআই এর অবদান

প্রাণী প্রজাতির উৎপাদন দক্ষতা তাদের কৌলিকমান তথা বংশগত উৎপাদনশীলতা এবং তাদের যে পরিবেশে পালন করা হয় তার উপর নির্ভরশীল। স্বাধীনতাভোরকালে বাংলাদেশের অধিকাংশ গবাদি প্রাণী ও পোল্ট্রি প্রজাতি ছিল দেশী জাতের। এসকল দেশী প্রাণী ও পোল্ট্রি প্রজাতির উৎপাদন দক্ষতা ছিল অনেক কম। জাতির পিতা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মানুষের খাদ্য তালিকায় দুধ, ডিম ও মাংসের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে দেশী প্রজাতির প্রাণী ও পোল্ট্রির উৎপাদন দক্ষতা বাড়ানোর জন্য নানাধরনের যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে ১৯৭২ সালে নিউজিল্যান্ড থেকে প্রজননের জন্য উন্নত জাতের ভেড়া আমদানি করা এবং ১৯৭৩ সালে গরুতে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম শুরু করা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদৎ পরবর্তী সময়ে গবাদি প্রাণী ও পোল্ট্রির জাত উন্নয়ন কার্যক্রমে বাঁধাগ্রস্ত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত সরকার প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমে বিনিয়োগ বাড়াতে থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় দেশে প্রাণী ও পোল্ট্রি সম্পদের উন্নয়নে দেশে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। এর ফলশ্রুতিতে দেশে প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বাড়তে থাকে এবং বর্তমানে দেশ মাংস ও ডিম উৎপাদনে সয়ংসম্পূর্ণ। দেশজ দুধ উৎপাদন জাতীয় চাহিদার ৭৭.৬ শতাংশ পূরণ করছে।

### বিএলআরআই

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দেশের প্রাণী ও পোল্ট্রিসম্পদ উন্নয়নে একটি জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৪ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ২৮ নং অর্ডিন্যান্স এর মাধ্যমে বিএলআরআই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮৬ সাল থেকে বিএলআরআই এর কর্মযাত্রা শুরু হয়। পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন সমস্যা চিহ্নিতকরণ, জাত উদ্ভাবন, খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আর্থ-সামাজিক মূল্যায়ন ও পরীক্ষণ, প্রাথমিক সম্প্রসারণ এবং প্রযুক্তি প্রচারের পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাণিজ উপকরণ ও প্রোডাক্টের ভ্যালু এ্যাডিশন, খামারী ও উদ্যোক্তাদের পরামর্শ সেবা ও শিল্পায়নে বিএলআরআই তার সক্ষমতার মধ্যে কর্মদায়িত্বগুলো পালন করছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সমৃদ্ধ প্রতিবেশী বড় দেশগুলোর মাঝে সুবিধাজনক ভৌগলিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে বিশ্বখাদ্য সংকট ও পরিবর্তনশীল আবহাওয়া মোকাবেলা এবং সর্বোপরি বিশ্বায়ন প্রতিযোগিতায় টেকসই জাতীয় অর্থনৈতিক অর্জনে সহায়ক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রবৃদ্ধি সহায়ক গবেষণার ক্ষেত্রগুলো সম্প্রসারণে বিএলআরআই তৎপর।

### রূপকল্প (Vision)

প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরীখে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

### অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রাণিসম্পদের উৎপাদন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ।

### লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives)

- উন্নততর গবেষণা পরিচালনা ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন
- উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্য ও প্রাণিজ পুষ্টির ঘাটতি পূরণ
- সম্ভবনাময় দেশী প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং বংশবৃদ্ধিকরণ
- প্রাণিসম্পদ পালনে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন
- দারিদ্র্য বিমোচন

## প্রধান কার্যাবলী (Main functions)

- ১) গবেষণার মাধ্যমে দেশের প্রাণিসম্পদের মৌলিক সমস্যা শনাক্তক্রমে তা সমাধানের উপায় নির্ধারণ বা চিহ্নিত করা;
- ২) প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন প্রকার রোগ দূত সনাক্তকরণ এবং তার চিকিৎসার জন্য উপযোগী পদ্ধতি উদ্ভাবন করা;
- ৩) প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের উপর বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক এবং পরজীবি ধারা সৃষ্ট রোগ এবং তাদের সংক্রমণ প্রভাব নির্ণয়ে ইপিডেমিওলজিক্যাল গবেষণা পরিচালনা করা;
- ৪) প্রাণী ও পোল্ট্রিতে বিভিন্ন প্রকার জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট রোগের বিষয়ে প্রাণীর শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সংক্রান্ত গবেষণা এবং রোগের যথাযথ প্রতিষেধক উৎপাদনের জন্য লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা;
- ৫) দুধ, মাংস ও কর্ণ শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধি সহায়ক প্রাণিসম্পদের উন্নত জাত উদ্ভাবন এবং ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি সহায়ক পোল্ট্রির উন্নত জাত উদ্ভাবন করা;
- ৬) প্রাণী খাদ্যের উৎপাদন ও সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন এবং কৃষিভিত্তিক উপজাত, উচ্ছিষ্ট ও অপ্রচলিত খাদ্য সামগ্রীর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- ৭) আপদকালীন সময়ে প্রাণিখাদ্য যোগানের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণযোগ্য প্রাণিখাদ্য প্রস্তুতকরণের কৌশল উদ্ভাবন করা;
- ৮) প্রাণী হইতে মানুষে সংক্রমণযোগ্য রোগ এবং আন্তঃদেশীয় প্রাণিরোগ প্রতিরোধকল্পে গবেষণার মাধ্যমে উক্ত রোগ নির্মূলের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার মানসম্পন্ন টিকা উদ্ভাবন করা;
- ৯) প্রাণী হতে মানুষে সংক্রমণযোগ্য রোগ নিয়ন্ত্রণে 'একস্বাস্থ্য (One Health)' বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা;
- ১০) প্রাণীর সুস্বাস্থ্য রক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থাপনা কৌশলের উন্নয়ন করা;
- ১১) প্রাণীসম্পদের চিকিৎসায় ঔষধ হিসাবে দেশীয় গাছগাছড়ার ঔষধি গুণাগুণ মূল্যায়ন এবং উহার ব্যবহারের সম্ভাবনা পরীক্ষা করা;
- ১২) প্রাণিস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর গাছ চিহ্নিত করা ও তার বিরূপ প্রভাব নির্ণয় ও প্রতিকারের উপায় শনাক্ত করা;
- ১৩) প্রাণিজ পন্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে উহার পচন রোধ এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুণগতমান বজায় রাখার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ও উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন করা;
- ১৪) প্রাণী এবং উৎপাদিত প্রাণিজপন্য সংক্রান্ত বিভিন্ন উপাদানের উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করা;
- ১৫) ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার এই দেশে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নূতন নূতন প্রযুক্তি, জ্ঞান উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করা;

- ১৬) প্রাণিসম্পদের উপর গবেষণালব্ধ ফলাফলে প্রয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করা;
- ১৭) জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত সেমিনার, আলোচনা সভা বা কর্মশালা আয়োজন করা;
- ১৮) পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বায়োটেকনোলজি ও ন্যানো টেকনোলজি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- ১৯) অঞ্চলভিত্তিক পোল্ট্রি এবং প্রাণিসম্পদের উপর গবেষণা কর্ম পরিচালনা করা;
- ২০) প্রাণিসম্পদের উপর গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য কৃষকের নিকট পৌঁছানো;
- ২১) প্রাণিসম্পদ এবং তা হতে উৎপাদিত পন্যের বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত সমস্যা নির্ণয় এবং প্রাণিজপণ্যের শ্রেণিবিন্যাসসহ তা বাজারজাতকরণে উপযুক্ত পদ্ধতির উন্নয়ন করা;
- ২২) নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা;
- ২৩) প্রাণী বর্জের প্রকৃতি ও বহুমুখী উপযোগিতা এবং উহার পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থাপনার উপর গবেষণা পরিচালনাক্রমে পদ্ধতি উদ্ভাবন করা;
- ২৪) বিএলআরআই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এবং দেশি-বিদেশি দাতা সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদন করা;
- ২৫) বিএলআরআই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করা।

### বিএলআরআই এর অর্জন

বিএলআরআই এর যাত্রা শুরুর সময় হতে অদ্যাবধি প্রাণী ও পোল্ট্রির উৎপাদন, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত নানা বিষয়ে মোট ৯১ টি প্রযুক্তি ও প্যাকেজ উদ্ভাবন করেছে। এসব প্রযুক্তিগুলোর খাতওয়ারী পরিসংখ্যান নিম্নরূপ-

প্রযুক্তির ধরণ	প্রযুক্তি	প্যাকেজ	মোট
প্রাণী উৎপাদন	১৪	৮	২২
পোল্ট্রি উৎপাদন	১১	৭	১৮
প্রাণিস্বাস্থ্য	২৪	৩	২৭
প্রাণী খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা	২৩	১	২৪
<b>মোট</b>	<b>৭২</b>	<b>১৯</b>	<b>৯১</b>

বিএলআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলো প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এবং অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং উদ্যোক্তাগণের মাধ্যমে খামারী পর্যায়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিগত ২০০৮ সাল থেকে বিএলআরআই উদ্ভাবিত উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগুলো হচ্ছে-

- বিএলআরআই লেয়ার স্ট্রেন-১ (শুভ্রা) ও বিএলআরআই লেয়ার স্ট্রেন-২ (স্বর্ণা) জাতের ডিমপাড়া মুরগীর জাত উদ্ভাবন
- এমসিটিসি নামের মংস উৎপাদনকারী মুগির জাত উন্নয়ন
- ডোল পদ্ধতিতে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ প্রযুক্তি
- উন্নত জাতের দেশী মুরগি উৎপাদনে বিজ্ঞান সম্মত কৌশল
- এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের (H5N1) এইচআই (HI) পরীক্ষার জন্য এইচএ (HA) এন্টিজেন
- ফিড মাস্টার, খামারগুরু, ব্রিডিং ম্যানেজার প্রভৃতি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন
- গবেষণাগারে ভ্রূণ উৎপাদন পদ্ধতি
- উচ্চ ফলনশীল ঘাসের জাত নেপিয়ার ৩ ও ৪ উদ্ভাবন
- তাপ সহিষ্ণু পিপিআর ভ্যাকসিন উদ্ভাবন
- পোল্ট্রি খামারীদের জন্য জীব-নিরাপত্তা মডেল উদ্ভাবন
- পিপিআর ও গোট-পক্স রোগ নির্ণয়ে EISA পদ্ধতি
- তড়কা, বাদলা, গলাফুলা ও ক্ষুরারোগের কৌশলগত দমন
- মিল্ক রিপ্লেসার (Milk replacer) ও স্টার্টার খাদ্য
- মিনামিক্স
- ক্যালসিয়াম-ফ্যাটি এসিড সল্ট
- কর্ণস্ট্র প্যালেট ফিড
- প্রজননের জন্য মহিষ ষাঁড় নির্বাচন ও পালন ব্যবস্থাপনা
- মহিষ খামারে জীব-নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা
- মহিষ খামারে অন্তঃপরজীবী বা কৃমি দমন মডেল
- মহিষের ইস্ট্রাস সিনক্রোনাইজেশন প্রযুক্তি
- শস্য-উপজাত ভিত্তিক প্রাণী খাদ্য হিসাবে টিএমআর প্রযুক্তি
- নিরাপদ মাংস উৎপাদনে মহিষ হুস্টপুস্টকরণ প্রযুক্তি
- দেশি ভেড়া হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাংলা ল্যান্স (ভেড়ার মাংশ) উৎপাদন
- পাহাড়ী অঞ্চলে ভেড়া পালন কৌশল
- বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামারের কমিউনিটি বায়োসিকিউরিটি মডেল
- ফডারের বায়োমেট্রিক্যাল র্যাংকিং টুল
- মোবাইল এবং ওয়েব ভিত্তিক তথ্য লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ অ্যাপ্লিকেশনের উন্নয়ন
- সবজি বর্জ্য থেকে প্রাণিখাদ্য উৎপাদন প্রযুক্তি

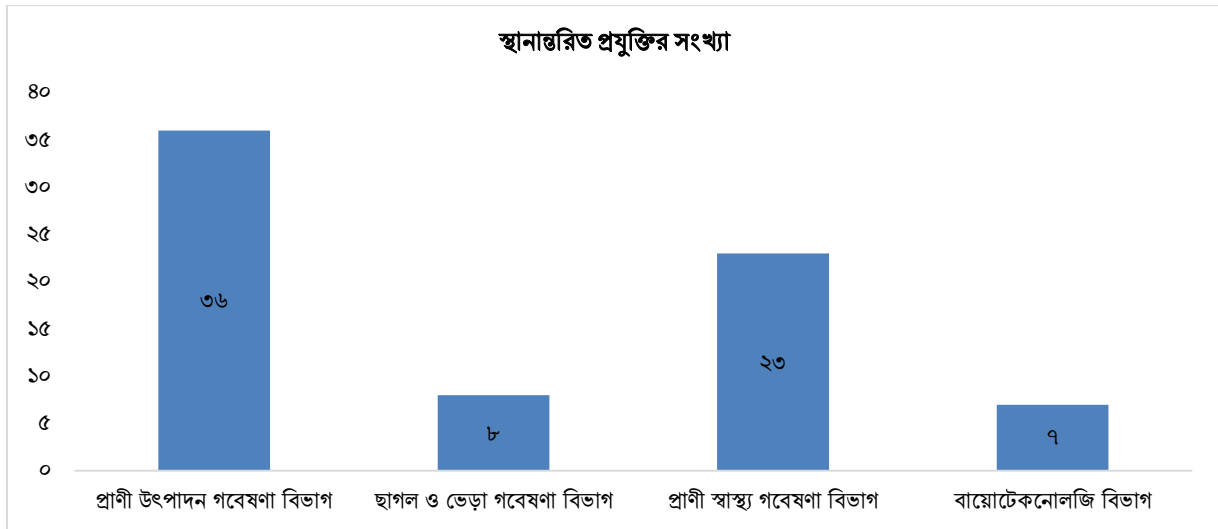


### প্রাণিসম্পদ খাতে গবেষণার অবদান

গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রাণিসম্পদ গবেষণায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে জাতীয় জিডিপিতে প্রাণিসম্পদের অবদান বৃদ্ধি পাচ্ছে। গবেষণা ফলাফলের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র গবেষণায় ১.৬৫ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রাণিসম্পদ খাতে ব্যবহারের ফলে বছরে প্রাণিসম্পদ জিডিপি ৩০৪৪.৫৬ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়। এর ফলে বছরে প্রায় ২৯১৩.৯৩ মিলিয়ন টাকার আমদানিজনিত ব্যয় সাশ্রয় হয়। বিএলআরআই এ প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত গবেষণা শুরুর পূর্বে বাৎসরিক গড় প্রাণিসম্পদ জিডিপি ছিল ১৩০.৬৩ মিলিয়ন টাকা (১৯৭৩/৭৪ থেকে ১৯৯১/৯২)। গবেষণায় বিনিয়োগ পরবর্তীতে সময়ে বাৎসরিক গড় প্রাণিসম্পদ জিডিপি বৃদ্ধি পেয়ে ৩০৪৪.৫৬ মিলিয়ন টাকা হয়েছে (১৯৯২/৯৩ থেকে ২০০৯/১০)। এরই ধারাবাহিকতায় মন্ত্রণালয় প্রতি বছর বিএলআরআই-এ গবেষণা ব্যয় বৃদ্ধি করেছে। প্রাণিসম্পদ খাতে প্রতি বছর জিডিপি বৃদ্ধির অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, ভূত্বকী প্রদান, বাজার ব্যবস্থা সহজীকরণ উল্লেখযোগ্য।

### প্রযুক্তি হস্তান্তর

বিলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও প্যাকজেসমূহের মধ্যে ৭৪টি প্রযুক্তি/প্যাকজে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এবং অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং উদ্যোক্তাগণের মাধ্যমে খামারী পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে।





দেশী ভেড়ার উল, পাট এবং তুলার সুতার সমন্বয়ে তৈরীকৃত  
বস্ত্র সামগ্রী (২০১৭)



শুভ্রা মুরগি হস্তান্তর (২০১২)

### খামারী পর্যায়ে অধিক ব্যবহৃত প্রযুক্তিসমূহ

- গরু হস্টপুস্টকরণ প্রযুক্তি
- উচ্চ ফলনশীল ফড়ার চাষ জাত (নেপিয়ার ৩ ও ৪)
- সাইলেজ প্রযুক্তি
- বিএলআরআই উন্নীত দেশী জাতের মুরগী
- স্বর্ণা জাতের ডিমপাড়া মুরগী
- বিএলআরআই উন্নিত আরসিসি জাতের গরু
- মাল্টি কালার টেবিল চিকেন (এমসিটিসি) নামের মংস উৎপাদনকারী মুগির জাত
- পাহাড়ী অঞ্চলে ভেড়া পালন কৌশল
- মিনামিক্স
- ছাগলের পিপিআর রোগের ভ্যাক্সিন
- গরু ও মহিষের খুরা রোগের ত্রিযোজী ভ্যাক্সিন
- তড়কা, বাদলা, গলাফুলা ও ক্ষুরারোগের কৌশলগত দমন মডেল
- ডোল পদ্ধতিতে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ প্রযুক্তি
- কর্ণস্ট্র প্যালোট ফিড

বিএলআরআই কর্তৃক সংরক্ষণ ও উন্নয়নকৃত উল্লেখযোগ্য দেশী জাতের গবাদিপ্রাণি ও পোল্ট্রি প্রজাতিসমূহ-

প্রজাতি	জাত	গবেষণা কার্যক্রম শুরুর বছর	গবেষণা ফলাফল
গরু	রেড চিটাগাং ক্যাটেল	২০০২	দৈনিক দুধ উৎপাদন ২.৫ - ৩.৫ লিটার থেকে ৪.০ - ৫.০ লিটারে উন্নীত হয়েছে।
	বিএলআরআই ক্যাটেল ব্রিড বা বিসিবি-১ (পাবনা)	১৯৯৪	দৈনিক দুধ উৎপাদন ৩.০-৪.০ লিটার থেকে ৫.০- ৬.০ লিটারে উন্নীত হয়েছে।
	মুঙ্গিগঞ্জ ক্যাটেল	২০১৪	দৈনিক দুধ উৎপাদন ৩.৫ - ৪.০ লিটার থেকে ৪.০ - ৪.৫ লিটারে উন্নীত হয়েছে।
মহিষ	দেশী নদীর মহিষ	২০০২	দৈনিক দুধ উৎপাদন ২.৫ - ৩.৫ লিটার থেকে ৪.০ - ৫.০ লিটারে উন্নীত হয়েছে।
গয়াল	দেশী	১৯৯০	সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
হরিণ	মায়া হরিণ	২০১২	সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
ছাগল	ব্লাক বেঙ্গল ছাগল	১৯৯৮	দৈহিক ওজন এবং লিটার সাইজ বৃদ্ধি পেয়েছে।
	যমুনাপারি ছাগল	২০০২	দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
ভেড়া	যমুনা আববাহিকা অঞ্চলের ভেড়া	২০০০	দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে।
	বরেন্দ্র অঞ্চলের ভেড়া	২০০০	দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে।
	উপকূলীয় অঞ্চলের ভেড়া	২০০০	দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে।
মুরগি	নন-ডেসক্রিপ্ট দেশী	২০১০	বাৎসরিক ডিম উৎপাদন ১১০-১২০টি থেকে ১৭০- ১৮০টি তে উন্নীত হয়েছে।
	গলাছিলা	২০১০	বাৎসরিক ডিম উৎপাদন ১২০-১৩০টি থেকে ১৭০- ১৮০টি তে উন্নীত হয়েছে।
	হিলি	২০১০	বাৎসরিক ডিম উৎপাদন ৯০-১০০টি থেকে ১৩০- ১৪০টি তে উন্নীত হয়েছে।
	রেড জঙ্গল ফাউল (বন্য মুরগি)	২০০৭	সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
বিএলআরআই উদ্ভাবিত বানিজ্যিক মুরগি	শুভ্রা	২০১১	বাৎসরিক ডিম উৎপাদন ২৮৫-২৯০টি।
	স্বর্ণা	২০১৮	বাৎসরিক ডিম উৎপাদন ২৯০-৩০০টি।
	এমসিটিসি	২০১৯	এমসিটিসি ৮ সপ্তাহ বয়সে ৯৫০ থেকে ১০০০ গ্রাম হয় এবং এফসিআর হচ্ছে ২.৩-২.৪।
হাঁস	দেশী কাল (নাগেশ্বরী)	২০০১	বাৎসরিক ডিম উৎপাদন ১৩০-১৪০টি থেকে ২৩০- ২৪০টি তে উন্নীত হয়েছে।
	দেশী সাদা (রুপালী)	২০০১	বাৎসরিক ডিম উৎপাদন ১২০-১৩০টি থেকে ২২০- ২৩০টি তে উন্নীত হয়েছে।

প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা

বিএলআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহের খামারী পর্যায়ে পরীক্ষণ এবং প্রাথমিক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতি বছর বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, খামারী ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে বর্তমান সরকারের আমলে বিগত ১২ বছরে প্রায় ১০ হাজার জন বাছাইকৃত খামারী ও উদ্যোক্তাকে প্রাণী পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১০০০ জন খামারী/উদ্যোক্তাকে বিনামূল্যে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করা হয়। প্রতি বছর বার্ষিক প্রতিবেদন, গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও ফলাফলসহ প্রসেডিং ও জার্নাল এবং প্রযুক্তি ব্যবহারীকারীদের জন্য বই, বুকলেট, ফোল্ডার, লিফলেট ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। বিএলআরআই এর কর্মকান্ড এবং প্রাণিসম্পদ

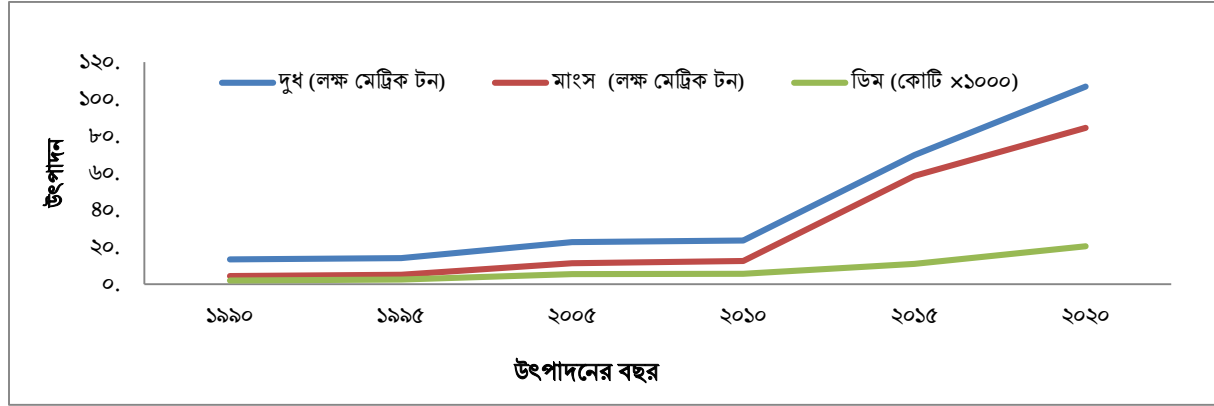
উন্নয়নের তথ্যাদিসহ বছরে চারবার বিএলআরআই নিউজলেটার প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়াও, বিজ্ঞানীগণ নিয়মিতভাবে খামারী ও উদ্যোক্তাগণকে বিনামূল্যে পরামর্শ ও সেবা প্রদান করে আসছে।

### খামারী পর্যায়ের উন্নত জার্মপ্লাজম সরবরাহঃ

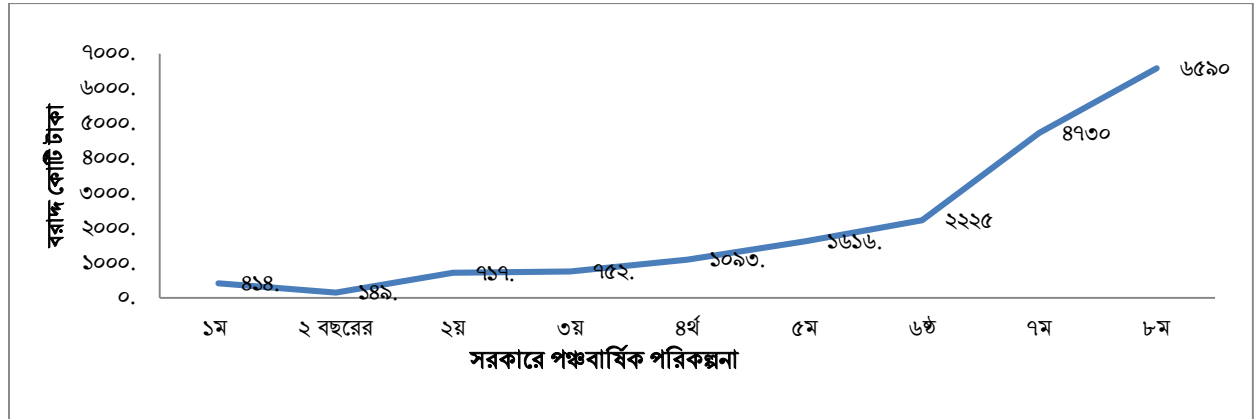
বিএলআরআই উদ্ভাবিত উন্নত জাতের ছাগলের পাঠা, ভেড়ার পাঠা, প্রজনন ষাঁড়, হাঁস ও মুরগির এক দিনের বাচ্চা ও ডিম খামারীদের মাঝে স্বল্প মূল্যে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে খামারী পর্যায়ের প্রাণী ও পোল্ট্রি প্রজাতির উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সাথে খামারী পর্যায়ের উন্নত জাতের ঘাস ও অন্যান্য ফড়ার জাতের কাটিং ও বীজও বিভিন্ন সময়ে স্বল্প মূল্যে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

### বিগত বছরগুলোতে প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের খতিয়ানঃ

দেশে দুধ ডিম ও মাংসের পরিসংখ্যান (১৯৯০-২০২০):



সরকারের পঞ্চবার্ষিক/দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাণিসম্পদ খাতে বিনিয়োগ





দেশে ১৯৭১ – ২০২১ সাল পর্যন্ত মাথাপিছু দুধ, মাংস ও ডিমের চাহিদার বিপরীতে প্রাপ্যতা-

পণ্যের নাম	১৯৭১		২০২১	
	চাহিদা	প্রাপ্যতা	চাহিদা	প্রাপ্যতা
দুধ (মাথাপিছু মিলি/দিন)	২৫০	১৭.০০	২৫০	১৯৩.৩৮
মাংস (মাথাপিছু গ্রাম/দিন)	১২০	৪.০	১২০	১৩৬.১৮
ডিম (মাথাপিছু সংখ্যা/বছর)	১০৪	৪.০	১০৪	১২১.১৮

(Data Source: First five year plan (1973-78))

দেশে দুধের লক্ষ্যমাত্রা, উৎপাদন ও প্রাপ্যতা (১৯৭৩-২০২৫)

	১ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮)	২য় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-১৯৮৫)	১ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-১৯৯০)	৪র্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-১৯৯৫)	৫ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২)	৬ষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫)	৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৫-২০২০)	৮ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫)
লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টন)	১০.২৭	১২.১৮	১৩.৯০	১৪.৮০	১৬.০০	১৪০.৪৮	১৫০.৩৪	১৬০.৩৬
উৎপাদন (লক্ষ টন)	৪.২৭	৮.৭৪	১৩.২৬	১৪.১২	২০.৫৮	৬০.৯৭	৯০.৪২	
মাথাপিছু প্রাপ্যতা (মিলি/দিন)	৪১.৯০	৭১.৮০	৯৫.৪০	১০৫.২০	১১০.০০	১২২.০০	১৬১.৬৯	২৫০.০০

দেশে গবাদিপ্রাণি ও পোশ্চি প্রজাতির পরিসংখ্যান

প্রাণী প্রজাতি	গবাদিপ্রাণি ও পোশ্চির সংখ্যা						
	১৯৭০	১৯৭৫	১৯৮৪	২০০৬	২০১১	২০১৬	২০২১
গরু (মিলিয়ন)	২৫.৮৯	২৫.১২	২১৪.৯৫	২২৮	২৩১.২১	২৩৭.৮৫	২৪৫.৪৫
মহিষ (মিলিয়ন)	০.৮০	০.৭৭	৫.৬৭	১১.৬০	১৩.৯৪	১৪.৭১	১৫.০০
ভেড়া (মিলিয়ন)	৯.৫০	৮.৭০	৬.৯৭	২৫.৭০	৩০.২০	৩৩.৩৫	৩৬.৭৯
ছাগল(মিলিয়ন)	২৮.৮৮	২৬.৪৫	১৩৫.৫৮	১৯৯.৪০	২৪১.৪৯	২৫৭.৬৬	২৬৬.০৪
মুরগি (মিলিয়ন)	৬৩.৫৫	৪৮.৯৬	৬১০.৯৩	১৯৪৮.২০	২৩৪৬.৮৬	২৬৮৩.৯৩	৩০৪১.০৬
হাঁস (মিলিয়ন)	২.৬৪	২.০৪	১২.৬১	৩৮১.৭০	৪৪১.২০	৫২২.৪০	৬১৭.৪৬

ভিশন ২০২১ অনুযায়ী জনপ্রতি দুধ ও মাংসের চাহিদা যথাক্রমে দিনে ২৫০ মিলিলিটার ও ১২০ গ্রাম এবং জনপ্রতি ডিমের চাহিদা বছরে ১০৪টি পূরণের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর সংস্থাসমূহ ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইতোমধ্যেই, ২০২১ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন যথাক্রমে ১১৯ দশমিক ৮৫লাখ মেট্রিক টন, ৮৪ দশমিক ৪০ লাখ মেট্রিক টন এবং ২০৫৭ দশমিক ৬৪ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। পাশাপাশি মাংস ও ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে।

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সদিচ্ছা এবং গৃহীত উদ্যোগ দেশের প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট নিরলসভাবে গবেষণা চালিয়া যাচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে যা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সারাদেশে প্রান্তিক খামারীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এই খাত সম্প্রসারণের সঙ্গে যে ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে আসবে, সেগুলো দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করার মতো প্রস্তুতি নিয়েই প্রাণিসম্পদ খাতকে সম্প্রসারণ করতে হবে। প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বণ্টন প্রক্রিয়া অন্যান্য খাতের চেয়ে ভিন্ন ও জটিল। এ প্রক্রিয়া সমন্বিতভাবে গড়ে তুলতে না পারলে জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যাবে। নতুন রোগ উদ্ভবের সৃষ্টি হবে। এর ফলে শিল্পটি হমকির মুখে পড়বে। কোনো ফাঁকফোকর থাকলে মারাত্মক রোগ ও ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। তাই এ খাতের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ খাতের সঙ্গে জড়িত সব পক্ষকে একত্রে সমন্বিত হয়ে কাজ করতে হবে।